দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

কা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি

ীল দলের পরাজয়ের ন্য তাদেরকেই দায়ী রছেন শিক্ষকরা

॥ মিজানুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির র্বাচনে বিএনপি-জামায়াত পন্থী সাদা দলের পুল বিজয় এবং আওয়ামী লীগ পন্থী নীল লের ভরাডুবি নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা-র্যালোচনা। শনিবার নির্বাচনের পর শিক্ষক উঞ্জ, ক্লাব, (১৫শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক

(১৬শ পৃঃ পর)

প্রশাসনিকভবন, মধুর কেন্টিনসহ ক্যাম্পাসের সর্বত্র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ঃ শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। পর পর তিনবার পরাজয়ের পর এবারের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোসহ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সাদা দল বেশ উজ্জীবিত। নীল দলের এ পরাজয়ে তাদের মধ্যে নেমে এসেছে হতাশা। দুই দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে জয়-পরাজয়ের বিভিন্ন দিক জানা গেছে। সাধারণ শিক্ষকদের একটি বড় অংশ এবারের নির্বাচনের ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এবারের নির্বাচনে সাদা দলের বিজয়ের বিষয়টি ছিল স্পষ্ট। তারা উল্লেখ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থার জন্য দায়ী একটি ছাত্র সংগঠনের প্রতি নীল দলের সমর্থন, ভর্তি পরীক্ষা যাতে অনুষ্ঠিত না হয় সেজন্য অব্যাহত হুমকি এবং সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর নীল দলের বর্জনের হুমকিকে সিন্ডিকেট সমাবর্তন স্থগিত করতে বাধ্য হওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের পূর্বে নীল দলের পক্ষে লিফলেট বের করা হয়েছিল তার প্রায় পুরোটা জুড়ে ছিল শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে আপত্তিকর উক্তি। এ লিফলেট নিয়ে তখন শিক্ষকদের মধ্যে সমালোচনা হয়। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ মনে করেন এসব ঘটনার বিরুদ্ধে শিক্ষকরা তাদের নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে সাদা দলকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করেছে।

নীল দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, বর্তমান প্রশাসন গত এক বছরে শতাধিক শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। মেধাবীদের নিয়োগ না দিয়ে দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা। বর্তমান প্রশাসন তরুণ শিক্ষকদের ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়েও প্রভাবিত করেছেন বলে অভিযোগ করেন তারা। নীলদলের প্যানেল থেকে নির্বাচিত সদস্য এবং গত তিন বার নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেছেন, সম্প্রতি যে তরুণ শিক্ষকের নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ডায়েরিতে তাদের নাম ছিল না। এ কারণে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

নীলদলের এক প্রভাবশালী নেতা এবং নির্বাচনে সদস্য পদে বিজয়ী সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ বলেন, সাদা দলের মধ্যে যে কোন্দল ছিল তা অনেকটাই কমে এসেছে। বর্তমান প্রশাসন নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে তাদের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। নির্বাচনে এর প্রভাব পড়েছে।

সাদা দলের নির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, আমরা সবসময় ছাত্র-শিক্ষকদের স্বার্থে কাজ করে আসছি। বিশ্ববিদ্যালয় সচল থাকুক, ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক এ ব্যাপারে সব সময় সোচ্চার ছিলাম। এ কারণেই শিক্ষকরা আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। সাদা দলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জাতির বিবেক। নীলদল দলের লেজুড়বৃত্তি করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তা সহজভাবে নেয়নি। সাদা দলের নির্বাচিত যুগ্ম-সম্পাদক ড. মামুন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে।

সাদা দলের প্যানেল থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সদস্যপদে অধ্যাপক ড. সুকমল বড়ুয়ার বিজয়ে সাদা দলের শিক্ষকরা বলেছেন, এ দল কতটা অসাম্প্রদায়িক সেটা এ বিজয়ে প্রমাণিত হয়েছে।